



প্রকৃতির সাথে অভিন্ন হওয়া

পূজ্য চারিজী মহারাজের

৯৮তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে

কানহা শান্তিবনম, ২৪শে জুলাই ২০২৫



প্রকৃতির সাথে অভিন্ন হওয়া

প্রিয় বন্ধুগন,

বড় হয়ে ওঠার জন্য যেতে দেওয়া

এই সত্য আমরা দেখি একটি বীজকে লক্ষ্য করলে। একটি বীজের একটি গাছকে তৈরী করার মত সবকিছুই আছে, মূল, কাণ্ড, শাখা, পাতা এবং ফুল। কিন্তু বীজকে ভেঙে যেতে হবে একে প্রকৃত গাছ হয়ে ওঠার জন্য। একে এর প্রতিরক্ষামূলক আবরণকে ত্যাগ করতে হবে। জীবন তখনই শুরু হয় যখন আপনি যেতে দেবেন।

এটাই প্রথম শিক্ষা আপনার বড় হয়ে ওঠা বা উন্নতির জন্য।

মা বৃক্ষ এই সম্বন্ধে সচেতন। সে কখনোই শীত কালে নিজের পাতাদের ধরে রাখেনা। সে নতুনকে স্বাগত জানানোর জন্য তাদের স্বেচ্ছায় যেতে দেয়। সে জানে যেটা আমরা প্রায়ই ভুলে যাই যে আমরা যা শক্ত করে ধরে রাখি সেটাই জীবনকে ‘হয়ে ওঠা’র থেকে থামিয়ে দেয়।

মায়ের হৃদয় এটা খুব ভাল করে জানে। দুই হৃদয় নয় মাস ধরে এক হয়ে ছিল। তারপর এল জন্মের সময়, যা সর্বোৎকৃষ্ট ‘যেতে দেওয়ার’ প্রয়াস। তিনি একসময় যা তাঁর নিজের অংশ ছিল তাকে যেতে দেন, এই জন্য নয় যে তিনি আর তাকে ভালবাসেন না বরং তিনিই তাকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসেন। তারা এক হয়ে ছিলেন কিন্তু এখন তারা দুজন, এবং চিরদিন তারা একে অপরকে ভালবাসবেন।

প্রেম চক্র

তিন সরল সত্য যা একটি সীমাহীন চক্র গড়ে তোলে:

- ১ . বড় হয়ে ওঠার জন্য যেতে দেওয়া।
- ২ . উন্নতির মাধ্যমেই প্রেম নিজেকে প্রকাশ করে।
- ৩ . ভালবাসা হল নিয়ন্ত্রণ কে যেতে দেওয়া।

শ্বাসক্রিয়ার মত, প্রত্যেককে সামনে এগিয়ে যেতে হয়: শ্বাস নেওয়া, শ্বাস ছাড়া, তারপর আবার শ্বাস নেওয়া। এইভাবেই জীবন চলতে থাকে।

কোন কিছু সৃষ্টির সময় আমরা ভালবাসা প্রদর্শন করি, যেমন গান, চিত্রাঙ্কন, অথবা একটা সম্পর্ক। সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা আসে যখন ভালবাসা নিজেকে প্রকাশ করতে চায় এবং ভাগ করে নিতে চায়। ভালবাসা নিজেকে অনেক রকম ভাবে প্রকাশ করতে চায় এমন কি মহাপ্রলয়ের মধ্যেও।

ভালবাসা কোন কিছুকে গড়ে তোলে। “প্রেম পৃথিবীর ইঞ্জিন বা চালিকাশক্তি”।
চারিজী বলতেন।



কোন কিছু সৃষ্টির সময় আমরা ভালবাসা প্রদর্শন করি, যেমন গান, চিত্রাঙ্কন, অথবা একটা সম্পর্ক। সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা আসে যখন ভালবাসা নিজেকে প্রকাশ করতে চায় এবং ভাগ করে নিতে চায়।

স্ব-বিরোধিতা

এখানে একটা খুব বড় স্ব-বিরোধাভাষ। আপনাকে প্রকৃত অর্থে ভালবাসতে হলে তাকে ছেড়ে দিতে হবে। প্রথমেই মনে হবে এরকম কিছু করা যেতে পারেনা। কেমন করে একই সময়ে আমরা ভালবাসব এবং যেতে দেব?

কিন্তু এভাবে ভাবুন: যদি গোলাপের কাঁড়ির রক্ষাকারী আচ্ছাদন না খুলত তাহলে এটা কি প্রস্ফুটিত হত? একটা প্রজাপতি কি বেরিয়ে আসতে পারত যদি গুটিটি তার সুতো থেকে তাকে মুক্তি না দিত? হৃদয় কি সত্যিই মিলিত হতে পারে যদি তাদের নিশ্চিত কোন মানদণ্ডে মিলিত হতে হয়?

সেটাই প্রকৃত ভালবাসা যেখানে কোন প্রত্যাশা, চাহিদা এবং শৃঙ্খল নেই। প্রেম মুক্ত, প্রকৃত অনাসক্তি উদাসীনতা নয়। এই প্রেম এত শক্তিশালী এটা আপনাকে অধিকার করার পরিবর্তে মুক্ত করে।

আমরা প্রায়শই প্রেম ও আসক্তি বা আনুগত্যকে মিলিয়ে ফেলি। কিন্তু আসক্তি ভালবাসার আবরণ যা আপনাকে ভীত করে। এটা একটা খাঁচা তৈরী করে তার নাম যত্ন। এটা মানুষকে নির্ভরশীল করে তোলে যাকে বলা হয় ভক্তি।

গাছ আরও জানে। গাছ জানে বাতাস এর সুগন্ধকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে। আরও জানে একদিন তার ফল গুলিও পরে যাবে। কিন্তু কখনও লড়াই করে না। নিজে আরও বড় হয়। এই বড় হওয়া, স্বাধীনতা দেওয়া, এবং আরও জীবন সৃষ্টি করা তার প্রকৃতির মধ্যেই আছে।

মানুষ হয়ে ওঠার সংগ্রাম

আমরা মানুষ তাই আমরা পছন্দ বা নির্বাচন করতে পারি এবং নিজেদের সম্পর্কে সচেতন হতে পারি। যে ভাবেই হোক, অহং আমাদের ‘আমি’ এবং ‘আমার’ অনুভব করায়, যে কারণে আমরা কিছু ধরে রাখি এবং তাদের দ্বারা নিজেদের সংজ্ঞায়িত করি। বিশ্বাসের অভাবও আমাদের ভবিষ্যতের নিশ্চয়তার জন্য সঞ্চয় করতে প্রেরিত করে।

এই বাঁধন ভেঙে যায় যখন আমরা ধ্যান করি এবং আরও সচেতন হই আমাদের চিন্তা ও অনুভব সম্পর্কে। আমরা সত্য এবং যা সত্য নয়, যা চিরস্থায়ী এবং যা তা নয় তার মধ্যে পার্থক্য করতে শিখি। আমরা ক্ষুদ্র সত্তাকে অতিক্রম করে অসীমকে দেখতে শুরু করি।

এই পরিবর্তন প্রেমেই স্থিত এবং নিজেই সত্তা রূপে প্রকাশ পায়।

লালাজীর জীবন থেকে

লালাজী মহারাজ, আমাদের আদিগুরু, ছিলেন এই প্রেমপূর্ণ আসক্তিহীনতার সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ। উদাহরণস্বরূপ, যখন সৎসঙ্গ চলাকালীন তিনি তাঁর কন্যার মৃত্যুর কথা জানলেন, তিনি সেখানে শান্ত ভাবে বসে থাকলেন এবং তারপর তার চোখের জল পড়তে লাগল।

একজন সন্ত সদৃশ লোক তাকে প্রশ্ন করল,”কিভাবে একজন সন্ন্যাসী কাঁদতে পারে? তিনি কিভাবে কাঁদতে পারেন, কেননা তিনি পরোয়া করেন।

লালাজী কিছুক্ষণ শান্ত ভাবে বসে রইলেন, তারপর কিছুটা শুকনো পাতা হাতে করে গুঁড়ো করলেন। তারা একটা ভেঙে যাওয়ার মত শব্দ করল। তিনি বললেন “যদি মৃত পাতাগুলিকে গুঁড়ো করলে তারা শব্দ করে” সেখানে “আমি একজন মানুষ। যখন যুক্তবদ্ধ অংশ আলাদা হয়ে যায়, শব্দ হওয়া স্বাভাবিক”।

তিনি আরও বললেন, “মানুষ স্বাভাবিক ভাবেই প্রেম, পরোয়া এবং আসক্তি অনুভব করে সে তারা মুক্ত হোক অথবা নয়।” আমরা মানুষ থেকে দয়াশীল হয়ে দিব্য হতে চলেছি। আমরা যত বিবর্তিত হব আমরা সৃষ্টির স্বরূপের সাথে এক হব, তার সাথে পৃথক হয়ে নয়।

এই হল প্রেমপূর্ণ আসক্তিরহীনতা: যেতে দেওয়ার সময় গভীর অনুভব।



আমরা মানুষ থেকে দয়াশীল হয়ে দিব্য হতে চলেছি। আমরা যত বিবর্তিত হব আমরা সৃষ্টির স্বরূপের সাথে এক হব, তার সাথে পৃথক হয়ে নয়।

ভুল পথ

আমাদের প্রেমহীন আসক্তিরহীনতার বিষয়ে সতর্ক থাকা প্রয়োজন, এটা শীতল, দূরের এবং এর কোন আধ্যাত্মিক মূল্য নেই। এটা সেই মানুষের মত যে বলে

সে একজন ব্রহ্মচারী সেইজন্য কারুর সান্নিধ্যে যেতে পারবে না। এই ধরনের দূরত্ব আবেগময় অশক্ততা, জ্ঞানী হওয়া নয়।

সম্পূর্ণ আসক্তিশীনতা ভালবাসা থেকে আসে সেটা এত শক্তিশালী যে লাভ ক্ষতির পরোয়া করেন না। এটা আবেগময় নির্ভরতা ছাড়াই সম্পূর্ণ ভাবে অংশ গ্রহন করে। এটা আসক্তি ছাড়াই সান্নিধ্য এবং বন্ধন ছাড়াই সম্পর্ক তৈরি করে।

এই দূরত্বের প্রেমকে আমরা কিভাবে অনুধাবন করব? আমার একটাই উত্তর: বোঝাপড়া এবং অনুশীলন।

অল্প থেকে শুরু করুন। মূল্যবান কিছু কাছে রাখুন, যেমন গয়না অথবা একটা ছবি। এইজন্য কৃতজ্ঞ হন। লক্ষ্য করুন এটা হারিয়ে ফেলা নিয়ে আপনার কোন উদ্বেগ আছে কিনা। এবার উদ্দেশ্যপূর্ণ ভাবে একে হাতের মুঠো থেকে ছেড়ে দিন। হাতের মুঠোর মধ্যে একে রাখার পরিবর্তে একে খোলা হাতে ধরুন। মূল্যায়ন এবং মালিকানার মধ্যে পার্থক্য জানুন।

সম্পর্কে যান, মনোযোগ দিন কখন আপনি ভয়, প্রয়োজন এবং প্রত্যাশার জন্য খুব শক্ত হাতে সম্পর্ককে ধরেছেন। অন্য মানুষটার স্বাধীনতাকে সম্মান করতে শিখুন। দূরে সরে নয় অথবা পালিয়ে গিয়ে নয়, শুধু শর্তহীন ভালবাসা। দেখুন সম্পর্ক কিভাবে দুর্বলতার পরিবর্তে শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

সবশেষে, এটাকে নিজের উপর প্রয়োগ করুন। দেখুন কিভাবে আপনি আপনার পরিচয়, গল্প এমন কি আপনার ক্ষতকেও আপনি ধরে রেখেছেন। আপনার পুরোনো সত্তাকে যেতে দেওয়ার জন্য অনুশীলন করুন। আপনাকে যা আর সাহায্য করবে না সেগুলোকে আপনি যেতে দিচ্ছেন, এই জন্য নয় যে নিজেকে আপনি নিজেকে ঘৃণা করেন বরং এইজন্য যে আপনি নিজেকে ভালবাসেন।

প্রকৃতির দয়াশীলতার শিক্ষা

আপনি যদি অনেকক্ষণ ধরে নদীর তীরে দাঁড়িয়ে থাকেন, এটা আপনাকে অনেক কিছু শেখায়। লক্ষ্য করুন জল বয়ে চলেছে। এটা কখনও পাথর যাকে সে স্পর্শ করেছে কিংবা এর তীর যাকে সে খাদ্য জোগান দিচ্ছে সেখানেই সে আটকে থাকে না। প্রত্যেক মুহুর্তে নদী আমাদের সবকিছু দিচ্ছে, কিন্তু নিজে সে একই ভাবে আছে। নিজেকে উজাড় করে দিয়ে সাগরের মাঝে সে নিজের ঘর খুঁজে পেয়েছে।

এই বিষয় থেকে আমরা কি নিতে পারি? যদিও আমরা সবকিছু থেকে সর্বোৎকৃষ্টটাই আহার হিসাবে নিই, পরিবর্তে আমরা কি দিই? এই প্রশ্ন আমার সহযোগীদের অনেক বার অনুরোধ করে থামতে এবং ভাবতে।

আমি সবসময়ই চিন্তা করি দিব্য আদেশের প্রতি প্রেম এই তিন প্রয়োজনকে মেটাতে পারে। বড় হয়ে ওঠা, ভালবাসা এবং স্বাধীনতা দেওয়া। প্রেমই প্রকৃতির ভিত্তি, সে কিছুই চায়না, সবকিছুই ভাগ করে দেয়। এটাই হল প্রেমপূর্ণ আসক্তিরহীনতার সর্বোচ্চ রূপ।

এটাই হল প্রকৃতি প্রেরিত প্রেমপূর্ণ আসক্তিরহীনতা সম্পর্কে শান্তিময় বার্তা, যা এতটাই অপরিহার্য যে একে উপেক্ষা করা যায় না।

মেঘ জল সংগ্রহ করে, ভারী হয়ে যায়, বৃষ্টির সাথে সবটুকু খালি করে দেয়। তার জন্য কি সে ছোট হয়ে যায়? না এটা পরিবর্তিত হয়। হালকা হয়ে যায়, এবং সারা আকাশে ঘুরে বেড়াতে থাকে। এই বৃষ্টিই নদীতে পরিণত হয়, বীজকে খাবার জোগায়, এবং তারপর বাষ্প হয়ে আবার উপরে উঠে মেঘ তৈরি করে।

আপনার শ্বাস-প্রশ্বাসও আপনাকে এটাই শেখায়। যখন আপনি শ্বাস ত্যাগ করেন, তখন কিছু যেতে দেন, আর যখন নেন তখন কিছু গ্রহণ করেন। চেষ্টা করুন চিরদিনের জন্য শ্বাসকে ধরে রাখতে, জীবন নিজেই প্রতিরোধ করবে। দেহ জানে মন মাঝে মাঝে যা ভুলে যায়: ধরে রাখা এবং যেতে দেওয়া জীবনের দুটি অংশ।



আমি সবসময়ই চিন্তা করি দিব্য আদেশের প্রতি প্রেম এই তিন প্রয়োজনকে মেটাতে পারে। বড় হয়ে ওঠা, ভালবাসা এবং স্বাধীনতা দেওয়া। প্রেমই প্রকৃতির ভিত্তি, সে কিছুই চায়না, সবকিছুই ভাগ করে দেয়। এটাই হল প্রেমপূর্ণ আসক্তিরহীনতার সর্বোচ্চ রূপ।

চতুর্থ সূত্র: প্রকৃতির পথ সরল

“নিজের জীবনকে এতটাই সরল কর যেন তা প্রকৃতির সাথে অভিন্ন হয়”।

নিজের জীবনে এই নীতিকে অঙ্গীভূত করা বিবর্তনের জন্য দ্রুততম উপায়।

প্রকৃতির সবটাই সহজ হওয়া সম্পর্কিত। এটা হল সেটাই যা পরমের মধ্যে ছিল কিন্তু সম্পূর্ণরূপে এখনও আকার লাভ করেনি। এটা প্রকৃতির নিজস্ব জীবনী শক্তি, এটা সেই স্থান যেখান থেকে সমস্ত সক্রিয়তা শুরু হয়, এটাই প্রকৃত উৎস।

জীবনে সরলতা অর্জনের একমাত্র উপায় সবরকম জটিলতাকে পরিহার করা। কিন্তু আমরা মানুষেরা এই সহজ বিষয়টিকে অত্যন্ত জটিল করে তুলি। আমরা একটা চিন্তা, আকাঙ্ক্ষা এবং ক্রিয়ার জাল গড়ে তুলি যেটা বিপরীত ভাবে প্রকৃতির দিকে চালিত হয়। একজন পরামর্শদাতা খোলা হাওয়ায় হাঁটতে বলছে, অন্যজন ঠান্ডা লেগে যাওয়ার জন্য সাবধান করছে। একজন বলছে টাকা রোজগার কর, সেখানে আরেকজন বলছে অন্য পথে চল। বাবুজী বলেন যেটা আমরা তৈরি করি তা হল” একটা সম্পূর্ণ স্তম্ভীকৃত” বিরোধপূর্ণ প্রবনতা।

কমলালেবুর গাছ এই সমস্যাগুলো একটারও মুখোমুখি হয়না। এটা একবারও ভাবেনা সে ফল দেবে কি দেবেনা। গাভী একবারও ভাবেনা সে দুধ দেবে কি দেবেনা। তারা যথার্থ সরলতায় বিদ্যমান ঠিক যেমন ভাবে প্রকৃতি আছে।

আমাদের প্রয়োজন নিজেদের তৈরি জাল ভেঙে “সেই সুপ্তশক্তিকে ফিরে পাওয়া যা প্রকৃতির অত্যন্ত বিশুদ্ধ সারভাগ”। আমরা যদি প্রকৃতিকে অনুকরণ করতে চাই, আমাদের কার্যকলাপকে অবিরাম ভাবে পরিশুদ্ধ করতে হবে, অপ্রয়োজনীয় কাজগুলিকে পরিত্যাগ করতে হবে, এবং পবিত্র স্তরে উন্নীত হওয়ার জন্য আমাদের জালগুলিকে ভেঙে ফেলতে হবে।



আমরা যদি প্রকৃতিকে অনুকরণ করতে চাই, আমাদের কার্যকলাপকে অবিরাম ভাবে পরিশুদ্ধ করতে হবে, অপ্রয়োজনীয় কাজগুলিকে পরিত্যাগ করতে হবে, এবং পবিত্র স্তরে উন্নীত হওয়ার জন্য আমাদের জালগুলিকে ভেঙে ফেলতে হবে।

এটাই সক্রিয় প্রেমপূর্ণ আসক্তিশীনতা। এটা অনেক আধ্যাত্মিক অনুশীলন সম্পর্কিত নয়; এটা হল যা কিছু অপ্রয়োজনীয় তাকে ত্যাগ করা। শরৎ ঋতুতে গাছ যেমন তার পাতাকে ঝরে যেতে দেয় আমাদেরও নিজেদের তৈরি জাল কে চলে যেতে দিতে হবে। আমাদের সেই সহজ জীবনের পথে ফিরে যেতে হবে যা প্রকৃতির সাথে একসুরে বাঁধা। “প্রয়োজন” এই দৃষ্টিভঙ্গির উপর গুরুত্ব দিন, এটাই সবটুকু যা আমাদের ইচ্ছা পূরণ করবে।

এটাই চরম সত্য

এখানেই প্রকৃত সমস্যা। কমলালেবুর গাছ মাটি, জল এবং সূর্যকিরণকে মিষ্টতায় পরিণত করে পরিবর্তে কিছু না চেয়ে। গরু ঘাস খায় এবং তা খাদ্যে পরিণত করে পরিবর্তে কোন কিছুর আশা না করে। এগুলোই স্বর্গীয় নিয়ম যা কোন কিছু না ভেবে শুধু দান করে যায়।

আমরা সেই মানুষ যে সবকিছু থেকে ভালটা খায়, প্রায়ই এই মূল নিয়মটি ভুলে যায়। আমরা কমলালেবুর মিষ্টত্ব, গরুর দুধ এবং এই পৃথিবী থেকে প্রচুর নিই কিন্তু আমরা তাকে কি ফিরিয়ে দিই? এই প্রশ্ন আমাদের নিজেদের ছোট অনুভব করায় এবং আমাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য মনে করিয়ে দেয়।

এই বিরাট সমস্যা নিজে থেকেই চলে যাবে: আমরা আরও পাবো যখন আমরা যেতে দেব। যত আমরা স্বাধীনতা দেব, আমাদের বন্ধন আরও দৃঢ় হবে। আমরা উন্নত হব যখন আমরা যেতে দেব।

এখানে কোন পরিকল্পনা বা কৌশল নেই। এই ভাবেই প্রেম কাজ করে এবং এই স্বর্গীয় নিয়ম পরিচালনা করে। ভালবাসা কোন বদ্ধ প্রক্রিয়া নয়; এটা একটা

উন্মুক্ত ধারা। এটা বাতাস, জল এবং আলোর মত চলে, সবসময় ফিরে আসে এবং অনবরত পরিবর্তিত হয়।

যখন আমরা স্বর্গীয় নিয়ম অনুসরণ করি, পরিবর্তে কিছু প্রত্যাশা না করে শুধু দান করি, আমরা বুঝতে পারি প্রেমপূর্ণ আসক্তিরহীনতা এমন কিছু নয় যেটা আমরা করি, এটাই আমরা নিজেরা।



ভালবাসা কোন বদ্ধ প্রক্রিয়া নয়; এটা একটা উন্মুক্ত ধারা। এটা বাতাস, জল এবং আলোর মত চলে, সবসময় ফিরে আসে এবং অনবরত পরিবর্তিত হয়।

স্বীকৃতি

সবশেষে, আমরা প্রেমপূর্ণ আসক্তিরহীনতার অনুশীলন করিনা, আমরা যা করি তাকে স্বীকৃতি দিই। আমরা আলাদা আলাদা সত্তা নই যারা পরস্পর থেকে দূরে যেতে চেষ্টা করছে। জীবন সবসময় পরিবর্তিত হচ্ছে, যেতে দিচ্ছে এবং নিজের নতুন আকারকে ভালবাসছে।

এই ব্রহ্মাণ্ড আপনার নেওয়া প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসের ভিতরে থেকে আপনাকে ভালবাসে। আপনি জীবন প্রবাহের সাথে একীভূত হবেন যখন আপনি একটি শিশুকে, একটি স্বপ্নকে অথবা একটি মুহূর্তকে মুক্ত করবেন।

একটি নদী জানে সে সাগরে ফিরে আসবে। মেঘ জানে যে সে বৃষ্টি হবে, শুকিয়ে যাবে আবার মেঘ হবে। বীজ জানে তাকে বড় হতে হলে নিজেকে ভাঙতে হবে। আমরাও জানি আরও গভীরভাবে, যে ভালবাসা হল যেতে দেওয়া, এবং ভালবাসার সাথে যেতে দেওয়া হল স্বয়ং ভালবাসায় পরিণত হওয়া।

আমরা যখন এই স্তরের সরলতায় পৌঁছই “ পুরোনো সংস্কার মুছে যাওয়ার পরে সেটাই থাকে যেখানে সব অনুভূতি একসাথে সমন্বিত হয়ে যায়। তখনই আমরা নিজেদের দিব্যতার সাথে একীভূত এবং প্রকৃতির সরলতা, প্রেমময়, দানশীলতার সঙ্গে যথার্থ সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবে জীবন যাপন করার কথা ভাবতে পারব।

নিমন্ত্রণ

এই কথাগুলিকে খুব বেশি গুরুত্ব দেবেন না। তাদের কাজ শেষ হতে দিন, তারপর তাদের চলে যেতে দিন। এরা মনে রাখার মত কিছু নয়, এরা প্রবাহিত হওয়ার নিমন্ত্রণ।

যদি আপনি যেতে দিতে ভয় পান, মনে রাখবেন, সেই যেতে দেওয়া নতুন জীবন আনবে, ক্ষতি নয়। প্রত্যেক ভোর এটাই দেখায় যে শেষ সুরুর দিকে যায়। প্রতিটি নিঃশ্বাস দেখায় যে যেতে দেওয়া গ্রহণ করার জায়গা তৈরি করে।

উন্মুক্ত হাতে ভালবাসো। আধ্যাত্মিকতা বা বিজ্ঞতার কারণে নয় বরং এই জন্য, ভালবাসা এই ভাবেই কাজ করে। বন্ধমুষ্টি কেবলমাত্র কিছু ধরতে পারে। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড খোলা হাতের মধ্যে আছে। নদী দেখায়, মেঘ দেখায় এবং প্রত্যেক

মায়ের হৃদয় জানে যে ভালবাসা হল যেতে দেওয়া এবং এই যেতে দেওয়ার
মধ্য দিয়েই আমরাই আমাদের খুঁজতে থাকা ভালবাসা হয়ে উঠি।

এটাই শিক্ষা। সহজ। করণীয়। চিরদিনের জন্য।

ভালবাসা ও শ্রদ্ধার সাথে

কমলেশ



পূজ্য চারিঙ্গী মহারাজের

৯৮তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে

কানহা শান্তিবনম, ২৪শে জুলাই ২০২৫

heartfulness
purity weaves destiny

